BANGLADESH INTERNET WEEK
5th - 11th September, 2015

সপ্তাহজুড়ে ইন্টারনেট জাদু

ইমদাদুল হক

বিশ্ব 'ই'-তে ইন্টারনেট। এভাবেই দেখতে দেখতে বদলে যাচ্ছে আমাদের চিরায়ত বর্ণমালার শিশু-পাঠ। চক-পেন্সিল আর স্লেটের জায়গায় যুক্ত হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস– ট্যাবলেট পিসি। কাঠের সেলফে থরে থরে সাজানো বইগুলো সব এখন জায়গা করে নিয়েছে ক্লাউডে। ইন্টারনেটে মিলছে জীবনের প্রয়োজনীয় সেবা। সেই অমিয় সম্ভাবনাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে দেশজুড়ে চলছে বাংলাদেশ ইন্টারনেট উইক ২০১৫। যৌথভাবে এই উৎসবের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), গ্রামীণফোন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ। *এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মাসিক কমপিউটার জগৎ ১৯৯৬ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশে প্রথম 'ইন্টারনেট সপ্তাহ' পালন করে এ দেশের জনগণকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে।*

বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সপো

ইন্টারনেটের জাদুর দেশে সব পাওয়া যায়– আহ্বানে গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় ইন্টারনেট নিয়ে সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজন। ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেটে তিনটি বড় এক্সপোসহ দেশের ৪৮৭টি উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারে চলছে ডিজিটাল দুনিয়ায় যোগাযোগের মহাসড়ক 'ইন্টারনেট' নিয়ে জাগরণী মেলা। রাজধানীর বনানী মাঠ থেকে শুরু হয় এই উৎসব। ৭ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া বনানী উৎসবে উঠে আসে ইন্টারনেট সংযোগের জিয়নকাঠির ছোঁয়ায় কীভাবে বদলে যায় জীবন; সহজতর হয় জীবনযাত্রা; আসে সচ্ছলতা– সেইসব উপাখ্যান। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স কোম্পানি, মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান, ওয়েব পোর্টাল, ডিভাইস কোম্পানিসহ ইন্টারনেটভিত্তিক পণ্য ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর এক কোটি ইন্টারনেট গ্রাহক তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ইন্টারনেট সেবার পসরা যেমনটা প্রদর্শন করেছে; একইসাথে সপ্তাহজুড়ে চলেছে ইন্টারনেট নিয়ে বিষয়ভিত্তিক সংলাপ। ইন্টারনেট উৎসবের অংশ হিসেবে প্রায় অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে বিভিন্ন কর্মশালা; ১৯টি টেক সেশন। গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে ৭টি পলিসি বৈঠক। রাজধানীর গণ্ডি পেরিয়ে সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব এবার চলছে ঢাকার বাইরেও। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে রাজশাহীর নানকিন বাজারে ও ১১ সেপ্টেম্বর সিলেটের সিটি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ইন্টারনেট উইক ২০১৫। সাধারণ জনগণকে আরও বেশি অনলাইন সেবার আওতায় আনাসহ তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেটভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিতকল্পে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন উৎসবের আয়োজক, অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টরা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সরকার দেশের ইন্টারনেটের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণের দোরগোড়ায় তথ্যপ্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দিতে ২০১৮ সাল নাগাদ প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যন্ত দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এছাড়া ইন্টারনেট ব্র্যান্ডউইডথের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক সাশ্রয়ী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইন্টারনেট উইকের মাধ্যমে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। বিশ্বে একসাথে প্রায় ৪৮৭ জায়গায় এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের নজির এখনও নেই।

বক্তব্য রাখছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী

যত আয়োজন

গত ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ইন্টারনেট জয়গানে মুখর ছিল ঢাকা এক্সপো। একই আয়োজন রয়েছে রাজশাহী ও সিলেটে আয়োজিত ইন্টারনেট এক্সপোতে। ৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে লাইভ টেরিস্ট্রিয়ালের মাধ্যমে ইন্টারনেট সপ্তাহের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বনানী সোসাইটির মাঠে ইন্টারনেট সেবার পসরা মেলে ধরে দেশের শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স কোম্পানি, মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান, ওয়েব পোর্টাল, ডিভাইস কোম্পানিসহ ইন্টারনেটভিত্তিক পণ্য ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। অন্যতম আয়োজক গ্রামীণফোন উপস্থাপন করে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে কীভাবে জীবনধারা উন্নত হয়, আসে সমৃদ্ধি। এক্সপো বিষয়ে গ্রামীণফোনের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান বলেন, 'গ্রামীণফোনের লক্ষ্য সবার জন্য ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা। প্রথমবারের মতো ইন্টারনেট সপ্তাহ পালন করে আমরা কমপক্ষে ১ কোটি মানুষকে ইন্টারনেট সেবার সুবিধাগুলো সম্পর্কে জানাতে চাই।'

আজমান বলেন, আমাদের দেশে ইন্টারনেট সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এখনও সচেতন নন। তাই গ্রামীণফোন বছর দুয়েক আগে থেকে 'ইন্টারনেট ফর অল' লক্ষ্যের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। মানুষকে সচেতন করতেই মূলত গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সপ্তাহ আয়োজনের সাথে যুক্ত হয়েছে। থাইল্যান্ডের উদাহরণ টেনে আজমান বলেন, থাই কৃষকেরা টেলিনরের আরেকটি প্রতিষ্ঠান ডিটাকের মাধ্যমে কৃষি খাতের ব্যাপক উন্নয়ন করছে। আমরা মনে করি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে এ ধরনের সেবা বাংলাদেশেও সম্ভব। চলতি সময়ে আমরা দেখেছি, ইন্টারনেট আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গ্রামীণফোন তাই বরাবরের মতো এই প্রযুক্তির সুবিধা প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে।

বেসিস সভাপতি শামীম আহসান বলেন, সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম ৪৮৭টি উপজেলায় একযোগে বাংলাদেশ ইন্টারনেট সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালা

ইন্টারনেট সপ্তাহ উপলক্ষে ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেটের ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অর্ধশতাধিক কর্মশালা, সেমিনার এবং টেক ইভেন্ট। এর মধ্যে উদ্বোধনী দিন বিকেলে অনলাইনে আয়ের দিক নির্দেশনা নিয়ে ঢাকা

(বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়)